সমকাল

27 JUL 2026

রপ্তানির আয় ১৫ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির জানিয়েছেন, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা রপ্তানি থেকে মোট ৬৩ দশমিক ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে অর্জিত রপ্তানি আয়ের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫৫ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। সেবা থেকে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। গতকাল রোববার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকার মোট ৬৩ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার পণ্য ও সেবা রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের গত অর্থবছরের তুলনায় সামগ্রিক রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি ডলার কমানো হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৫ বিলিয়ন ডলার এবং সেবা খাতে ৮ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার। তবে অর্থবছর শেষে সেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ কমে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। অন্যদিকে সেবা খাত থেকে প্রায় সাত বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। অর্থাৎ পণ্য ও সেবা রপ্তানি থেকে প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার এসেছে। তবে সেবা রপ্তানির হিসাব এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এটি চূড়ান্ত হতে আরও দুই থেকে তিন মাস সময় লাগবে।

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, গত দুটি অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে এক ধরনের মন্দাভাব ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দুটি যুদ্ধ চলমান, উন্নত দেশগুলোতে ভোগ কমেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক রয়েছে। তবে চলতি অর্থবছরের বাজেটে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব হবে।

তিনি জানান, আগামী কিছু দিনের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়াসহ অন্তত পাঁচ থেকে ছয়টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি গন্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শুরু হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যবসা সহজীকরণ এবং রপ্তানি গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের মাধ্যমে নির্ধারিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের নাম পরিবর্তন হয়েছে, তবে শুল্কের হারে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছর বড় ধরনের অনিশ্চয়তা ছিল। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ব্যবসায়ীরা স্থিতিশীল পরিবেশ ও নীতির পূর্বানুমান যোগ্যতা চান। নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যবসায়ীরা সেই পূর্বানুমান করতে পারছেন। পাশাপাশি এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ নিশ্চিত হওয়ায় আগামী তিন বছরে দেশের পণ্যের বাজার-সুবিধা সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে। একই সময়ে বিভিন্ন রপ্তানি গন্তব্য দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি ঘাটতিসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ১৫ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব বলে আশা করা হচ্ছে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণ প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। কোনো দেশের জন্য এত বেশি নির্ভরতা স্বস্তিদায়ক নয়। এ কারণে সম্ভাবনাময় অন্যান্য খাতের রপ্তানি বাড়াতে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শিগগির এসব খাতভিত্তিক পদক্ষেপ দৃশ্যমান হবে। আমরা চাই, তৈরি পোশাক খাত থেকে ৮০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি হোক। পাশাপাশি অন্যান্য খাত থেকেও ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় আসুক।

জ্বালানি সংকট নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, দেশের নিজস্ব গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ খুব সীমিত। বর্তমানে প্রতিদিন ৯০০ থেকে ৯৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। তবে দেশে বিদ্যমান দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল দিয়ে এর বেশি এলএনজি আমদানি সম্ভব নয়। ফলে রাতারাতি জ্বালানি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সরকার আরও দুটি টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছে।

বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বলেন, এটা সত্য, জ্বালানি সংকটের কারণে দেশের শিল্পকারখানাগুলো তাদের স্থাপিত উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যবহার করতে পারছে না। এ সমস্যার রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়। সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এটি সমাধানের চেষ্টা করছে।

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব মো. আতাউর রহমান খান, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

27 JUL 2026

রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৬৩ বিলিয়ন ডলার

বাণিজ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

সচিবালয়ে গতকাল বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির ২০২৬-২৭ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেন।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সরকার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৬৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৬ হাজার ৩৪০ কোটি ডলার। এর মধ্যে পণ্য খাতের লক্ষ্যমাত্রা ৫৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার এবং সেবা খাতের লক্ষ্যমাত্রা ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার।

সচিবালয়ে গতকাল রোববার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির চলতি অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। বাণিজ্যসচিব মো. আতাউর রহমান খান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ এবং প্রধান প্রধান রপ্তানি খাতের সংগঠনের নেতারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে অন্তর্বর্তী সরকার মোট ৬৩ দশমিক ৫০ বিলিয়ন অর্থাৎ ৬ হাজার ৩৫০ কোটি ডলারের পণ্য ও সেবা রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৫ বিলিয়ন ডলার এবং সেবা খাতের জন্য ছিল ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে এবার মোট রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা কমেছে ১০ কোটি ডলার।

তবে বাস্তবে গত অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রপ্তানি হয়নি এবং বছর শেষে সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ, ব্যবসা সহজ করা এবং রপ্তানি গন্তব্যের দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার মাধ্যমে চলতি অর্থবছরের

- চলতি অর্থবছরে পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার।
- সেবা খাতের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার।
- বিগত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৮ বিলিয়ন ডলার।

রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছর শেষে প্রকৃত রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। যত রপ্তানি হয়েছে, তা থেকে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে নতুন অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয় আগের বছরের তুলনায় কিছুটা কমে ৪৮ বিলিয়ন অর্থাৎ ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। সেবা খাত থেকে সাত বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে। যদিও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, সেবা খাতের রপ্তানি আয়ের হিসাব চূড়ান্ত হয়নি। এ জন্য আরও দুই থেকে তিন মাস লাগবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, গত দুই অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে একধরনের মন্দা অবস্থা ছিল। দুটি যুদ্ধের কারণে উন্নত দেশে ভোগের পরিমাণ কমেছে। ফলে প্রবৃদ্ধি হয়েছে নেতিবাচক। দক্ষিণ কোরিয়াসহ পাঁচ-ছয়টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) হবে। প্রধান রপ্তানি গন্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গেও এফটিএর আলোচনা শুরু হবে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণ বিষয়ে তিনি বলেন, পোশাকশিল্প থেকে রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশ আসে। কোনো দেশের জন্য এটি স্বস্তিকর বা সুখকর নয়। এ জন্য সম্ভাবনাময় অন্যান্য খাতে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো শিগগিরই দেখা যাবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচিত সরকারের নীতিগত স্থিতিশীলতা, ব্যবসাবান্ধব সংস্কার, নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা বৃদ্ধির ফলে আগামী অর্থবছরে নির্ধারিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সামনে এখন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। ব্যবসা সহজীকরণ, নতুন বাজারে প্রবেশ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা দেশের রপ্তানি খাতে নতুন এক ঊর্ধ্বগতির সূচনা করতে চাই।'

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের নামের পরিবর্তন হলেও শুল্কের হারের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের ১০ শতাংশ শুল্কই নতুন আইনি কাঠামোর অধীন বহাল আছে। ফলে রপ্তানিতে নতুন করে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা নেই।

জ্বালানিসংকট-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মাটির নিচ থেকে যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে সেটি আর বাড়ানোর সুযোগ নেই। বর্তমানে ৯০০ থেকে ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা হচ্ছে। রাতারাতি জ্বালানি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

জাপানের সঙ্গে করা অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) কবে থেকে কার্যকর হবে—এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি চুক্তি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করতে হয়। জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে জাপানের সঙ্গে করা চুক্তিটি উপস্থাপন করা হবে। এরপর সেটি কার্যকর হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
27 JUL 2026

চলতি অর্থবছরে রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ৬৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি (২০২৬-২৭) অর্থবছরে শতকরা ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে পণ্য ও সেবা রফতানি থেকে সরকার ৬৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, 'এরই মধ্যে পণ্য রফতানি থেকে ৫৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার, আর সেবা রফতানি থেকে ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে।'

গতকাল সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চলতি অর্থবছরের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ-সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন তিনি। এ সময় বাণিজ্য সচিব মো. আতাউর রহমান খান এবং প্রধান প্রধান রফতানি খাতের সংগঠনের নেতা ও অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'এ অর্থবছরে যেটা আমাদের রফতানির লক্ষ্যমাত্রা, সেটি হচ্ছে পণ্যের ক্ষেত্রেও ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং সেবার ক্ষেত্রেও ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। যদি আমরা সেটা অর্জন করতে পারি, তাহলে রফতানির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৬৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন। তাতে পণ্য হবে ৫৫ দশমিক ২ বিলিয়ন এবং সেবা হবে ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন। পণ্য এবং সেবা মিলিয়ে ৬৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন হচ্ছে আমাদের এ অর্থবছরের রফতানির ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা।' তিনি বলেন, '২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি আয় আগের বছরের তুলনায় দশমিক ৫৮ শতাংশ কমে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। আর সেবা খাত থেকে ৭ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয় এসেছে।'

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, 'আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সাউথ কোরিয়াসহ কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়টি দেশের সঙ্গে এফটিএ হবে। প্রধান রফতানি গন্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনাও শুরু হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশের ওপর মার্কিন শুল্ক পরিস্থিতিতে বাস্তবিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রথমে ৩৭ শতাংশ পারস্পরিক (রেসিপ্রোকাল) শুল্ক ঘোষণা করা হলেও পরে তা ১৯ শতাংশে নামানো হয়। পরবর্তী সময়ে মার্কিন উচ্চ আদালতের এক রায়ের পর সেটি বাতিল হয়ে যায়। এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেকশন ১২২-এর অধীনে ব্যালান্স অব পেমেন্টের কারণ দেখিয়ে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা পান, যা সর্বোচ্চ পাঁচ মাস কার্যকর থাকতে পারে এবং পরে কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই সেকশন ৩০১-এর আওতায় শ্রম-সংক্রান্ত ইস্যুতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।'

পোশাক শিল্প থেকে রফতানি আয়ের ৮৫ শতাংশ আসে। কোনো দেশের জন্যই এটি স্বস্তিকর বা সুখকর নয়। এজন্য সম্ভাবনাময় অন্য খাতে রফতানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো আপনারা শিগগিরই দেখতে পারবেন

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাস্তবে করের হারে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের ১০ শতাংশ শুল্কের জায়গায় নতুন আইনি কাঠামোর অধীনে একই ১০ শতাংশ শুল্ক বহাল রয়েছে। এটি কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়, প্রায় ৬০টি দেশের ওপর একই ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে, যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যও রয়েছে।'

রফতানি বহুমুখীকরণ বিষয়ে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'পোশাক শিল্প থেকে রফতানি আয়ের ৮৫ শতাংশ আসে। কোনো দেশের জন্যই এটি স্বস্তিকর বা সুখকর নয়। এজন্য সম্ভাবনাময় অন্য খাতে রফতানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো আপনারা শিগগিরই দেখতে পারবেন। আমরা চাই তৈরি পোশাক খাত থেকে ৮০ বিলিয়ন ডলারের রফতানি হোক। পাশাপাশি অন্য খাতগুলো থেকেও যাতে ১০০ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয় আসে।'

জ্বালানি সংকট নিয়ে এক প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, 'বাস্তবতা তো বাস্তবতাই। দেশের মাটির নিচ থেকে যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, সেটি আর বাড়ানোর সুযোগ নেই। ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। বর্তমানে দুটি এফএসআরইউ রয়েছে। এ দিয়ে এর বেশি এলএনজি আমদানি করা সম্ভব না। ফলে রাতারাতি জ্বালানি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

জাপানের সঙ্গে করা ইপিএ কবে থেকে কার্যকর হবে জানতে চাইলে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যেকটি চুক্তি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করতে হয়। আগামী অধিবেশনে জাপানের সঙ্গে করা চুক্তিটি উপস্থাপন করা হবে। এরপর সেটি কার্যকর হবে।'

কালবেলা

27 JUL 2026

১৫ শতাংশ বাড়িয়ে রপ্তানির লক্ষ্য ৬৩.৪ বিলিয়ন ডলার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা

কালবেলা প্রতিবেদক »

ইরান যুদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ, বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকটের মধ্যেও চলতি অর্থবছর রপ্তানি আয় ১৫ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তাদের আশা, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হবে ৫৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া সেবা খাতের রপ্তানি থেকে আসবে ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। পণ্য ও সেবা মিলিয়ে মোট ৬৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির পরিকল্পনা সাজিয়েছে মন্ত্রণালয়।

গতকাল রোববার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। এ সময় বাণিজ্য সচিব মো. আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। তার আগে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর দেওয়া রপ্তানি আয়ের প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক হয় মন্ত্রণালয়ে।

ব্যুরোর তথ্যে দেখা যায়, বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৪৮ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় এসেছে দেশে, যেখানে অন্তর্বর্তী সরকার মোট ৬৩ দশমিক ৫০ বিলিয়ন অর্থাৎ ৬ হাজার ৩৫০ কোটি ডলারের পণ্য ও সেবা রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল।

সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে রপ্তানি আরও কম হতো যদি অর্থবছরের শেষ মাস জুনে ২৫ দশমিক ৯১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি না হতো। এ মাসে ৪২০ কোটি ২৭ লাখ ডলার আয় করেছেন রপ্তানিকারকরা। আগের অর্থবছরে একই মাসে তারা আয় করেছিলেন ৩৩৩ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। এর আগে টানা আট মাস কমার পর গত এপ্রিলে বেড়েছিল অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এ সূচক। তবে মে মাসে এসে ফের হোঁচট খায় রপ্তানি আয়।

এমন পরিস্থিতিতেও বাণিজ্যমন্ত্রী রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য অর্জনে আশার কথা শোনান। তিনি বলেন, 'এই যে অচল অবস্থা বা রপ্তানির ক্ষেত্রে একটা মন্দা অবস্থা, আশা করি এ অর্থবছরে কিছুটা হলেও আমরা এ বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারব।'

এর ব্যাখ্যায় মন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর যদিও বিশ্বে দুটি যুদ্ধ চলমান এবং উন্নত অনেক দেশেই ভোগের পরিমাণ কিছুটা নেতিবাচক বা প্রবৃদ্ধি শ্লথ, তারপরও গত বাজেটে আমরা বেশ কিছু উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ নিয়েছি।

তিনি বলেন, আমরা আগামীদিনে ব্যবসা শুরুর বা ব্যবসা পরিচালনা করার প্রক্রিয়াগুলোর সময় ব্যাপকভাবে কমিয়ে নিয়ে আসছি এবং এই যে ব্যবসাবান্ধব একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, সেটির অবিলম্বে একটা ফল আমরা ঘরে তুলে আনতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস।

> ব্যবসা প্রসারের জন্য স্থিতিশীল পরিবেশ চাই। অনিশ্চয়তার ধাপগুলো পেরিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। অর্থনীতির বাধাগুলো দূর করার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে নিয়ে প্রথম দিন থেকেই সরকার নিবিড়ভাবে কাজ করছে
>
> **খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির**
> *বাণিজ্যমন্ত্রী*

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি নানা ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট রয়েছে।

এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি ও সামগ্রিকভাবে রাজনীতির প্রভাব থাকার মধ্যে সরকার কেন রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রাটা চলতি অর্থবছরে বাড়িয়ে ধরল? এটা লোক দেখানো কি না—এমন এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, গত অর্থবছরে একটা বড় অনিশ্চয়তা ছিল। ব্যবসা তার প্রসারের জন্য একটা স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ চায়। দ্বিতীয়ত, তখন একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছিল, সেই অনিশ্চয়তা। 'পলিসি স্টেবিলিটি', 'পলিসি প্রেডিক্টিবিলিটি', এই অনিশ্চয়তার ধাপগুলো পেরিয়ে এখন একটা নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। 'সো, পলিসি প্রেডিক্টিবিলিটি' এখন আরও বাড়বে। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর অর্থনীতির বাধাগুলো দূর করার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে নিয়ে প্রথম দিন থেকেই নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

তিনি বলেন, আমরা এই বাজেটে, এই অর্থনীতির প্রসারের জন্য সুনির্দিষ্ট অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা বিসিকের এরিয়া বাড়ানোর জন্য অনেক জেলাতে নতুন নতুন প্রকল্প নিচ্ছি। বিদ্যমান প্লটগুলোর যেন সদ্ব্যবহার হয়, সেটার জন্য অঞ্চল ভিত্তিতে আমরা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। এ ছাড়া বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে মিলিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা ছিল, তা-ও কেটে যাওয়ার কথা।

তিনি আরও বলেন, আমাদের আরেকটি বড় অনিশ্চয়তা ছিল যে, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনটা হবে বা হবে না। সেই অনিশ্চয়তাটা দূর করে এরই মধ্যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের তিনটি ধাপের মধ্যে ইউএনসিডিপি এবং ইকোসক, এ জাতিসংঘের স্টাফ লেভেলের, টেকনিক্যাল লেভেলের দুটি ধাপ আমরা এরই মধ্যে অতিক্রম করেছি। তার মানে, ক্রেতারা জানে এখন যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হচ্ছে, অন্তত এই ক্ষেত্রে, মার্কেট অ্যাকসেসের ক্ষেত্রে আগামী তিন বছর আমাদের পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না।

এফটিএ চুক্তির আলোচনা: মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ নিয়ে আলোচনা চলার কথা তুলে ধরে আব্দুল মুক্তাদির বলেন, এ বছরেই অন্তত পাঁচটি দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে চলতি মাসেই দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে এফটিএ চুক্তি চূড়ান্ত হবে। আরও অনেক দেশের সঙ্গে সেই আলোচনা চলছে। সেটি আগামী বছর সম্পন্ন করবে সরকার।

তিনি বলেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমাদের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। তারা এরই মধ্যে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, তারা এফটিএ করতে চায় এবং সেজন্য আলোচনা শুরু হবে অতি দ্রুত। তো এই যে অনেক গ্রিন সিগন্যাল যে বাংলাদেশ একটা কাঙ্ক্ষিত ব্যবসার পার্টনার বিশ্বের জন্য, গ্লোবাল বিজনেস পার্টনার, গ্লোবাল ইকোনমিক পার্টনার, এ বার্তাটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট তাদের আস্থার জন্য। সেটার প্রতিফলন আগামীদিনে ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখতে পাবেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আশার কথা ফের পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এজন্যই যে টার্গেটটা আমরা ধরেছি, আমার বিশ্বাস, যে যে প্রতিবন্ধকতার কথা আপনি বললেন, এগুলো কোনোটাই আমি উপেক্ষা করছি না। কিন্তু এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) কবে থেকে কার্যকর হবে—এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি চুক্তি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করতে হয়। জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে জাপানের সঙ্গে করা চুক্তিটি উপস্থাপন করা হবে। এরপর সেটি কার্যকর হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কে রপ্তানিতে প্রভাব পড়বে না: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের নামের পরিবর্তন হলেও শুল্কের হারের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের ১০ শতাংশ শুল্কই নতুন আইনি কাঠামোর অধীন বহাল আছে। ফলে রপ্তানিতে নতুন করে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা নেই।

জ্বালানি সংকট সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মাটির নিচ থেকে যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, সেটি আর বাড়ানোর সুযোগ নেই। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা হচ্ছে। রাতারাতি জ্বালানি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
27 JUL 2026

Restoring Bangladesh's export edge

ASIF IBRAHIM

Bangladesh's export competitiveness has long been one of the country's greatest economic strengths. Since 2000, merchandise exports have grown from about $6.4 billion to around $47.2 billion in 2024, peaking at nearly $59.3 billion in 2022. However, official Export Promotion Bureau data show exports fell nearly 5 percent in calendar year 2025 to $47.74 billion, highlighting the growing challenges facing the country's export-led growth model.

The RMG industry remains the backbone of Bangladesh exports, accounting for around 84-85 percent of export earnings and employing more than four million people, most of them women. It has transformed Bangladesh into the world's second largest apparel exporter after China, helping reduce poverty, generate foreign exchange and drive industrialisation. Yet this reliance on a single sector has created a structural weakness. As global competition intensifies and consumer demand shifts, Bangladesh has become increasingly exposed to external shocks.

The recent export slowdown reflects both global and domestic pressures. Weak consumer demand in the United States and Europe, driven by high inflation, rising interest rates and slower economic growth, has reduced orders for clothing. At home, power and gas shortages, rising production and transport costs, port congestion and customs delays have eroded competitiveness. Bangladesh has also made limited progress in diversifying exports. Pharmaceuticals, leather goods, agro-processing, information technology and light engineering have shown promise but still account for only a small share of exports. At the same time, buyers are demanding higher environmental, social and governance standards, while the country's graduation from LDC status will gradually reduce preferential market access.

The contrast with regional competitors is striking. Vietnam has expanded exports from about $14.5 billion in 2000 to more than $429 billion in 2024 by building strengths in electronics, machinery and agricultural products alongside garments. India has diversified into engineering goods, pharmaceuticals, chemicals, automobiles, electronics and digital services. Indonesia has built competitive value-added industries around minerals and manufacturing, while Cambodia has steadily expanded exports of garments, footwear and travel goods.

These countries have also attracted far more foreign investment. Vietnam receives around $38 billion in annual registered foreign direct investment, supported by efficient infrastructure and strong global supply chains. Bangladesh, by comparison, has attracted relatively little export-oriented investment beyond garments. Trade policy has widened the gap further. Vietnam has concluded more than 15 major free trade agreements, while Bangladesh still depends largely on trade preferences linked to LDC status. Weak logistics, high transport costs and unreliable energy supplies also continue to undermine competitiveness.

Reviving export growth requires a comprehensive strategy. Diversification must become a national priority, with greater support for pharmaceuticals, electronics, medical devices, agro-processing, shipbuilding and light engineering through better access to finance, research and innovation.

Modernising Chattogram and Mongla ports, improving transport networks, ensuring reliable electricity and gas supplies, and digitising customs would lower costs and improve efficiency. Greater investment in technical education, automation and advanced manufacturing would help Bangladesh compete through productivity

... economic strengths. Since 2000, merchandise exports have grown from about $6.4 billion to around $47.2 billion in 2024, peaking at nearly $59.3 billion in 2022. However, official Export Promotion Bureau data show exports fell nearly 5 percent in calendar year 2025 to $47.74 billion, highlighting the growing challenges facing the country's export-led growth model.

The RMG industry remains the backbone of Bangladesh exports, accounting for around 84-85 percent of export earnings and employing more than four million people, most of them women. It has transformed Bangladesh into the world's second largest apparel exporter after China, helping reduce poverty, generate foreign exchange and drive industrialisation. Yet this reliance on a single sector has created a structural weakness. As global competition intensifies and consumer demand shifts, Bangladesh has become increasingly exposed to external shocks.

The recent export slowdown reflects both global and domestic pressures. Weak consumer demand in the United States and Europe, driven by high inflation, rising interest rates and slower economic growth, has reduced orders for clothing. At home, power and gas shortages, rising production and transport costs, port congestion and customs delays have eroded competitiveness. Bangladesh has also made limited progress in diversifying exports. Pharmaceuticals, leather goods, agro-processing, information technology and light engineering have shown promise but still account for only a small share of exports. At the same time, buyers are demanding higher environmental, social and governance standards, while the country's graduation from LDC status will gradually reduce preferential market access.

The contrast with regional competitors is striking. Vietnam has expanded exports from about $14.5 billion in 2000 to more than $429 billion in 2024 by building strengths in electronics, machinery and agricultural products alongside garments. India has diversified into engineering goods, pharmaceuticals, chemicals, automobiles, electronics and digital services. Indonesia has built competitive value-added industries around minerals and manufacturing, while Cambodia has steadily expanded exports of garments, footwear and travel goods.

These countries have also attracted far more foreign investment. Vietnam receives around $38 billion in annual registered foreign direct investment, supported by efficient infrastructure and strong global supply chains. Bangladesh, by comparison, has attracted relatively little export-oriented investment beyond garments. Trade policy has widened the gap further. Vietnam has concluded more than 15 major free trade agreements, while Bangladesh still depends largely on trade preferences linked to LDC status. Weak logistics, high transport costs and unreliable energy supplies also continue to undermine competitiveness.

Reviving export growth requires a comprehensive strategy. Diversification must become a national priority, with greater support for pharmaceuticals, electronics, medical devices, agro-processing, shipbuilding and light engineering through better access to finance, research and innovation.

Modernising Chattogram and Mongla ports, improving transport networks, ensuring reliable electricity and gas supplies, and digitising customs would lower costs and improve efficiency. Greater investment in technical education, automation and advanced manufacturing would help Bangladesh compete through productivity and innovation rather than low labour costs alone.

Economic diplomacy must also become more proactive. Bangladesh should pursue comprehensive trade agreements with the European Union, the United Kingdom, China, Japan, ASEAN and the Gulf Cooperation Council while expanding exports to Africa, Latin America and the Middle East. A more predictable business environment and policies that attract export-oriented foreign investment will also be essential.

Bangladesh has reached a pivotal stage in its economic development. Diversification, better infrastructure, investment in skills and innovation, and stronger trade diplomacy are now essential. With its young workforce, manufacturing experience and strategic location, Bangladesh has the potential to regain momentum and build a more resilient, competitive and diversified export economy.

The writer is ...

The Financial Express
27 JUL 2026

BD sets downbeat annual export target at $63.4b

Target bit lower than FY26 mark, but little higher than actual earnings

FE REPORT

Bangladesh's export-earning target for the current financial year is set downbeat at US$63.4 billion compared to the last fiscal's original fixation, reflective of not-so-inspiring world trade situation.

However, the 2026-27 target marks a 15-percent growth over the actual export receipts in the last fiscal year.

Of the total, the earnings target from merchandise export has been set at $55.2 billion, up 15 per cent from the past actual earnings of $48 billion.

On the other hand, an $8.2 billion worth of export target has been fixed for the services sector this fiscal, which is also 15-percent higher than that of the achieved earnings of $7 billion in FY '26.

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir made the announcement at a press conference at his secretariat office on Sunday, on a note of optimism that the target can be achieved by the yearend.

The country's export-earning target--both for merchandise and services-was fixed at $$63.5 billion while the actual earnings came to $55 billion in the just-past fiscal.

The new government is betting on policy stability, expanded trade pacts, and targeted industrial diversification to revive its export engine after missing its targets in the previous fiscal year, as noted by the commerce minister.

EXPORT PIVOTS LISTED

- Govt largely bets on policy stability, expanded trade pacts, targeted industrial diversification for a pickup
- Four non-apparel sectors slated for priority support, expansion for export diversification
- EPA with Japan to be tabled in next parliament session for ratification, several other FTAs also upcoming
- Free-market access for exports to continue in 3yr post-LDC-graduation grace period

Speaking on the sector's recent spell of sluggish growth, the minister expressed the confidence that the country would soon regain momentum, bolstered by business-friendly measures in the national budget and a stable policy environment under the newly elected government.

Mr Muktadir said central to the government's strategy is breaking the country's heavy reliance on the ready-made garment (RMG) sector, which currently accounts for roughly 85 per cent of Bangladesh's total export basket.

"To broaden the base, four non-apparel sectors have been slated for priority support and expansion."

The sectors are leather and leather goods, shipbuilding and ship recycling, light engineering, information technology (IT) and trade negotiation acceleration, he explains.

The commerce minister has mentioned that to secure broader market access ahead of Bangladesh's upcoming graduation from least-developed country (LDC) status, Dhaka is pushing aggressively on the diplomatic front.

"Negotiations on free-trade agreements (FTAs) with South Korea and the United Arab Emirates (UAE) are nearing completion, with plans to wrap up trade talks with four to five additional nations by December," he told reporters.

Meanwhile, the landmark Economic Partnership Agreement (EPA) with Japan is set to be tabled in the upcoming parliament session for ratification, and the European Union (EU) has expressed interest in launching formal FTA talks, he added.

Addressing concerns over the LDC transition, the minister noted that uncertainty surrounding the process had largely been cleared.

Exporters will continue to benefit from existing duty-free market-access facilities for a three-year grace period post-graduation.

On the domestic front, energy shortages remain one of the primary headwinds for manufacturers and exporters.

The minister said to resolve fuel constraints and keep factories running, the government is working to deploy two additional

FROM PAGE 8 COL 4

Floating Storage and Regasification Units (FSRUs). The expansion aims to boost liquefied natural gas (LNG) import capacity and stabilise energy supplies for critical industrial hubs.

Despite ongoing geopolitical conflicts and global economic volatility, he holds the hope that improved domestic business conditions, new trade alliances, and targeted infrastructure investments will position the country to meet its export targets and sustain long-term growth.

Commerce secretary Md Ataur Rahman Khan, the Export Promotion Bureau (EPB) chairman, senior officials and trade and business leaders were present at the press conference.

"The export target for FY'27 is achievable, but its attainment will depend on both domestic and external factors," Md. Ezazul Islam, Director-General of Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), told The Financial Express.

Dr. Islam, also a former executive director of Bangladesh Bank (BB), said the government must ensure an adequate and uninterrupted supply of electricity and gas to industrial units to support export-oriented production. He has also stressed the need for effective measures to diversify export destinations while sustaining Bangladesh's existing markets to achieve the country's export target.

On the other hand, apparel exporters have cast doubt on the government's ability to achieve its export target for FY'27, saying that the projected 15-percent growth is "unrealistic" amid persistent energy shortages, weak global demand, falling prices and mounting external pressures.

Talking to The FE, former BGMEA president Faruque Hassan said he was surprised by the "ambitious" target setting.

"When our logistics and utility supplies remain inadequate, how can the government expect the sector to deliver 15-percent export growth?" he asked.

The global apparel demand remained sluggish last year, he said, claiming that Bangladesh has already lost to Vietnam its position as the world's second-largest apparel exporter during the January-May period this year. "Order inflows have slowed significantly, and buyers are forcing exporters to accept lower prices. Under these circumstances, achieving such a high growth target will be extremely challenging," Faruque Hassan said.

Echoing the concerns, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem said the industry had opposed the proposed 15-percent-growth target during consultations with the government, arguing that it did not reflect the sector's current realities.

Mr. Hatem said export earnings remained under pressure throughout the previous fiscal year, with growth staying in negative territory at the end of FY'26.

"If the overall business environment has not improved, how can exports grow by 15 per cent? Even achieving 10-percent growth will be difficult unless the situation changes substantially," he notes.

rezamumu@gmail.com

The Daily Star
27 JUL 2026

Govt bets on 15% export growth despite challenges

REFAYET ULLAH MIRDHA

The government yesterday set a merchandise export target of $55.2 billion and a services export target of $8.2 billion for fiscal year 2026-27. Economists and business leaders said achieving the targets would be difficult amid an uncertain global environment and persistent domestic constraints.

The targets are 15 percent higher than the actual export earnings in the last fiscal year, Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir said at a press conference at the commerce ministry.

Bangladesh exported $48 billion worth of goods in FY2025-26, down 0.58 percent from the previous year.

Garment exports, which account for more than 80 percent of the country's export earnings, fell 1.64 percent year on year to $38.70 billion in FY26. Industry leaders said exports are unlikely to recover quickly as higher energy costs, weaker consumer demand in key markets and rising inventories continue to weigh on global orders.

Before FY2024-25, merchandise exports had declined for two consecutive years after reaching a record $52 billion in FY22.

Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development, said achieving 15 percent export growth was possible,

READ MORE ON B3

but considerable uncertainty remained.

Even the latest 10 percent tariff imposed by the US could affect exports. However, since shipments were weak in the last fiscal year, they may rebound this year, he added.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said achieving even 10 percent export growth would be difficult given the ongoing gas shortage, which has disrupted industrial production over the past 10 days.

"The current situation does not suggest the target is achievable. Exporters will be satisfied if they can achieve 2 percent to 4 percent growth by the end of the year," Hatem said.

M Masrur Reaz, chairman and CEO of Policy Exchange Bangladesh, also said the target would be difficult to achieve because of both domestic and external pressures.

At the briefing, Muktadir did not provide a sector-wise breakdown of the export target but said he remained optimistic that exports would recover and the goal could be achieved.

The government is counting on business stimulus measures, budget support and greater policy stability following the return of an elected government to help revive exports.

He also said exports could receive a further boost from new trade agreements. The Economic Partnership Agreement (EPA) with South Korea is expected to be signed within the next few months, while the EPA signed with Japan in February is expected to take effect after Parliament ratifies it in its next session.

The government is counting on business stimulus measures, budget support and greater policy stability following the return of an elected government to help revive exports.

Bangladesh also plans to sign at least six free trade agreements by the end of the year as negotiations progress. It is also negotiating a free trade agreement with the European Union to retain duty-free access to its largest export market after graduating from the group of Least Developed Countries (LDCs).

The country's graduation to developing-country status may be delayed by another three years after two UN bodies, including the United Nations Committee for Development Policy (UNCDP) and the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), backed Bangladesh's request.

The extension could provide greater certainty for businesses and trading partners by allowing Bangladesh to retain its LDC status until 2029, the minister said.

Replying to a question, Muktadir said improving energy supplies to industry remained a top priority, although it could not be done overnight. The government is procuring two more Floating Storage and Regasification Units (FSRUs) to increase gas supplies to factories.

He said lower exports in the last fiscal year were driven by both domestic political uncertainty and adverse global conditions. With an elected government in place, policy stability and predictability would help boost exports of goods and services, he added.

The Business Standard

27 JUL 2026

Exports face massive 15% growth test

EXPORTS - BANGLADESH

SHAIKH ABDULLAH AND REYAD HOSSAIN

Bangladesh has set an ambitious export goal for the current fiscal year, targeting a 15% jump in earnings to $63.4 billion despite factories operating well below capacity for months amid a persistent shortage of orders.

The challenge is clear, considering exports shrank 0.58% in the last fiscal year.

Economists and exporters say meeting the target will require far more than a rebound in global demand. Manufacturers continue to struggle with gas shortages, double-digit borrowing costs, weak investment and US tariffs, while sluggish consumer spending in major Western markets and geopolitical tensions continue to cloud the global trade outlook.

Commerce Minister Khandaker Abdul Muqtadir yesterday announced the export target for 2026-27 fiscal year at a press conference at the ministry. I SEE PAGE 2 COL 2

The government aims to earn $63.4 billion from exports-- $55.2 billion from merchandise shipments and $8.2 billion from services. The target represents a 15% increase over the actual export earnings recorded in FY26.

Of the merchandise export target, the government expects the ready-made garment sector to earn $44.5 billion, up from the $38.7 billion earned in previous fiscal.

For FY26, the government had targeted $63.5 billion in total exports, including $55 billion from goods and $8.5 billion from services. However, the target was missed.

Merchandise exports fell 0.58% year-on-year to $48 billion, while services exports stood at $7 billion. The services figure will be finalised in two to three months, Muqtadir said.

As a result, the overall export target for FY27 is effectively lower than the previous year's target, despite being higher than last year's actual export earnings.

ports by improving the business environment, facilitating investment and simpli-

bled at the next session of parliament for ratification.

"It may not reach 15%, but it could come close if reforms are implemented."

Mustafizur Rahman
Distinguished Fellow, CPD

"If govt resolves domestic bottlenecks, exporters may achieve modest growth."

Shehab Udduza Chowdhury
Vice-President, BGMEA

fix, the government is working to address the problem."

'May not reach 15%, but could come close'

Mustafizur Rahman, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), said the government targeted 9% export growth in FY26 over the previous year's actual earnings, but merchandise exports ultimately contracted.

He cited the US' 10% new tariff, LDC graduation uncertainty and global headwinds, alongside high business and borrowing costs at home, as major obstacles to export growth. "Given these domestic and global conditions, a 15% export growth target is highly ambitious."

However, the economist said stronger export growth remains achievable if the government effectively implemented the positive measures announced in the budget, including the national single window, faster port clearance, and reliable gas supplies.

"It may not reach 15%, but it could come close," he added.

Shehab Udduza Chowdhury, vice-president of BGMEA, said the government has

the government expects the ready-made garment sector to earn $44.5 billion, up from the $38.7 billion earned in previous fiscal.

For FY26, the government had targeted $63.5 billion in total exports, including $55 billion from goods and $8.5 billion from services. However, the target was missed.

Merchandise exports fell 0.58% year-on-year to $48 billion, while services exports stood at $7 billion. The services figure will be finalised in two to three months, Muqtadir said.

As a result, the overall export target for FY27 is effectively lower than the previous year's target, despite being higher than last year's actual export earnings.

'Realistic opportunity to recover'

At the press conference, Muqtadir, on the feasibility of achieving the export growth target, said business confidence had improved following the restoration of policy certainty.

He added that clarity over Bangladesh's LDC graduation and the country's market access during the transition period, together with ongoing trade negotiations, should support export growth despite domestic challenges, including the energy shortage.

He mentioned that the government had launched initiatives to accelerate exports by improving the business environment, facilitating investment and simplifying public service delivery, which he expected would produce tangible results in the near term.

He said negotiations on free trade agreements (FTA) with South Korea and the UAE are in final stages. The government aims to conclude FTAs with several other countries within this year and expects to begin formal negotiations with the European Union on an FTA shortly.

Asked when the Economic Partnership Agreement (EPA) with Japan would take effect, he said the deal would be tabled at the next session of parliament for ratification.

Regarding the trade deal with the US, Muqtadir said only the tariff's name had changed, not its rate, and it would not pose an additional obstacle to exports.

On export diversification, he said to reduce reliance on the ready-made garment sector, the government is prioritising leather, footwear, shipbuilding, ship recycling, light engineering and information technology, with sector-specific action plans to be rolled out soon.

"We want garment exports to reach $80 billion, while other sectors together contribute another $100 billion," he said.

The minister acknowledged that domestic gas production had reached its limit and Bangladesh was already importing 900 million cubic feet of liquefied natural gas a day.

With only two FSRUs in operation, the country cannot increase imports further, making any near-term improvement in energy supplies unlikely. He said the government plans to install two more FSRUs and is treating the issue as a priority.

Muqtadir said the gas shortage has left 30% of the country's installed industrial capacity idle. "While there is no quick

Distinguished Fellow, CPD

> "If govt resolves domestic bottlenecks, exporters may achieve modest growth.
>
> **Shehab Udduza Chowdhury**
> Vice-President, BGMEA

ports ultimately contracted.

He cited the US' 10% new tariff, LDC graduation uncertainty and global headwinds, alongside high business and borrowing costs at home, as major obstacles to export growth. "Given these domestic and global conditions, a 15% export growth target is highly ambitious."

However, the economist said stronger export growth remains achievable if the government effectively implemented the positive measures announced in the budget, including the national single window, faster port clearance, and reliable gas supplies.

"It may not reach 15%, but it could come close," he added.

Shehab Udduza Chowdhury, vice-president of BGMEA, said the government has announced some positive policies, but implementation remains weak.

"Overall, the challenges are mounting, making the target unrealistic," he said.

For instance, he said India's FTA with the European Union will allow its exports to enter the bloc duty-free within the next five to six months, creating a fresh challenge for Bangladesh.

He warned that renewed tensions in the Middle East could trigger another energy shock, while gas shortages at home had already intensified.

Shehab further said manufacturers were being squeezed by rising production costs while weak demand prevented them from raising export prices.

"If the government can at least resolve domestic bottlenecks, particularly the gas crisis, exporters may be able to achieve modest positive growth," he said.

Md Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashions and former president of the BKMEA, shared a similar view, saying that there is little indication that global apparel demand will rebound sharply anytime soon

"At the same time, high borrowing costs, gas shortages and a weakened banking sector are making financing more difficult and driving up production costs. Bangladesh also lags competitors in productivity," he told TBS.

He added that uncertainty over global energy prices persists despite the easing of recent conflicts. "The government's target does not reflect the realities facing exporters."